সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্‌স-এর প্রথম নিবেদন

অপর সংসার

সত্যজিৎ রায় প্রোডাক্‌সন্‌স-এর নিবেদন

অপুর সংসার

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: **সত্যজিৎ রায়**

সংগীত **রবিশঙ্কর**

মূল কাহিনী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ প্রযোজক অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আলোক চিত্রশিল্পী : সুব্রত মিত্র

শব্দগ্রহণ : দুর্গাদাস মিত্র

ব্যবস্থাপনা : অনিল চৌধুরী

মেক আপ : শক্তি সেন

শিল্প নির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত

সম্পাদক : দুলাল দত্ত

আবহ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

স্থির চিত্র : টেক্‌নিকা

দৃশ্যপট নির্মাণ : আর. আর. সিন্দে

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : শৈলেন দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ, নিত্যানন্দ দত্ত, অমিয় সান্যাল

আলোক চিত্রগ্রহণে : নিমাই রায়, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু বসু

শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা, কালী দাস

ব্যবস্থাপনায় : ভানু ঘোষ

শিল্প নির্দেশনায় : সুরথ মণ্ডল, ছেদিলাল

সম্পাদনায় : তপেশ্বর প্রসাদ, আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

আলোক-সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন রায়, কৃষ্ণ দাস, অনিল পাল

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ

পরিস্ফুটন : ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবোরেটরিজ

তত্ত্বাবধায়ক : আর. বি. মেহতা

ক্যামেরা : অ্যাবরি ফ্লেক্স, মিচেল

শব্দযন্ত্র : আর. সি. এ., ষ্ট্যানসিল হফ্‌ম্যান, ওয়েষ্ট্রেক্স্

একমাত্র পরিবেশক ছায়াবাণী প্রাইভেট লিঃ

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩

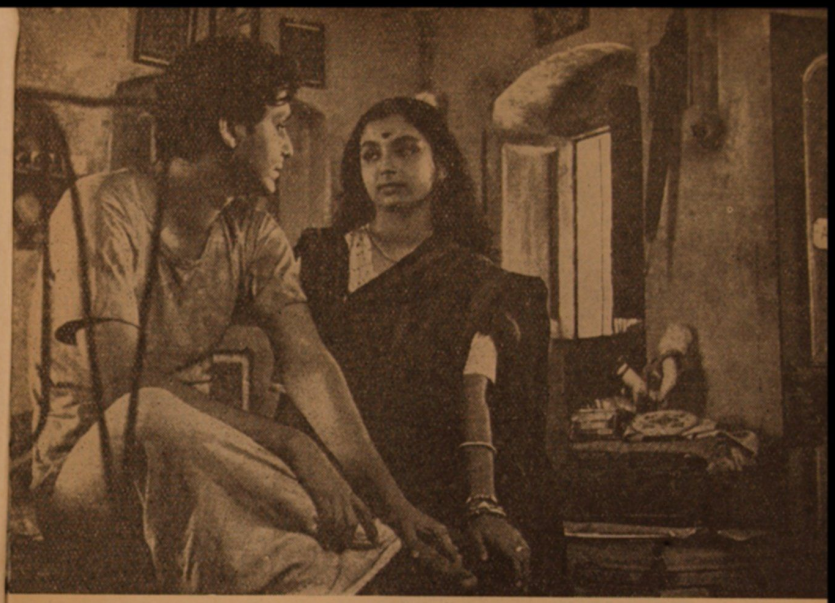

গল্পাংশ

কলকাতার টালা অঞ্চলে একটি তিনতলা বাড়ির ছাতে অপুর ঘর। ভাড়া সাত টাকা, কিন্তু তাও নিয়মিত দেওয়া অপুর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ কলেজ ছাড়ার এই তিন বছরের মধ্যে তার ভাগ্যে চাকরি জোটেনি, যা সামান্য রোজগার তা টিউশনি থেকে। অপু সারাদিন চাকরির ধান্দায় ঘোরে, সন্ধ্যায় বাড়ি এসে অবসাদ মেটাতে বাঁশিতে ফুঁ দেয় এবং রাত জেগে উপন্যাস লেখে। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় তার কলেজের বন্ধু প্রণব। প্রণব কলকাতার বাইরে থেকে এন্‌জিনিয়ারিং পড়ছে, খুলনায় মামাতো বোন অপর্ণার বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় এসেছে অপুকে সঙ্গী হিসাবে সেখানে নিয়ে যেতে। অপু প্রণবের অনুরোধ ঠেলতে পারে না। দুই বন্ধুতে রেলপথে ও নৌকায় গঙ্গানন্দকাটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। পরদিন বৈকাল। উৎসব-মুখর বিয়ে বাড়ি। রব ওঠে—'বর এসেছে, বর এসেছে।' বরযাত্রী ও গড়ের বাদ্যি সমেত পাল্‌কি এসে থামে—বর পাল্‌কি থেকে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে—' হুক্‌কা বোলাও। হুক্‌কা বোলাও!'

চতুর্দিকে সোরগোল পড়ে যায়। বরপক্ষ জানায়—বর অসুস্থ। কিন্তু আসল কথাটা চাপা থাকে না - বর পাগল! অপর্ণার মা তীব্র আপত্তি জানান 'আমি মেয়েকে পাগল বরের হাতে তুলে দেবোনা, এ বিয়ে হতে পারে না। আমি হতে দেবো না।' অপর্ণার বাবা শশীনারায়ণ প্রমাদ গোণেন। মেয়ে যে দোপড়া হয়ে যাবে! প্রণব খোঁজ নিয়ে জানে রাত দশটায় আরেকটা লগ্ন আছে। গ্রামের কয়েকজন প্রবীণকে সঙ্গে নিয়ে প্রণব যায় অপুর কাছে। তাকে বলে: 'তোর উপর সমস্ত ভরসা। তুই অপর্ণাকে বিয়ে করে

আমাদের মুখ রক্ষা কর।' অপু প্রথমে ঘোর আপত্তি জানায়। তার সংস্কারমুক্ত মন এ অনুরোধের কোন সমর্থন খুঁজে পায় না। কিন্তু দ্বিতীয় লগ্ন যখন উপস্থিত —তখন তার মনে এক পরিবর্তন আসে। কতকটা অনুকম্পাবশত সে বিয়েতে সম্মতি জানায়! প্রণবের মন খুসিতে ভরে ওঠে। ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম অপু অপর্ণার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়। অকপট ভাবে সে তার দারিদ্র্যের কথা অপর্ণাকে জানায়। বলে, 'তুমি আমার মত গরীব স্বামীর ঘর করতে পারবে ত?' অপর্ণা ধীরে ধীরে জানায়, সে পারবে।

অপু নববধূকে নিয়ে তার কলকাতার বাড়িতে এসে সংসার পাতে। তার জীবনের একটি নতুন ও মধুর অধ্যায় সূচিত হয়। অভাবের সংসার, তবে অ-সুখের নয়। অপু কেরানির চাকরি নেয়, দশটা পাঁচটা করে,

অপর্ণা স্বামী-প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। স্বপ্নের মত একটি বছর কেটে যায়। অপর্ণা সন্তান-সম্ভবা, বাপের বাড়ি যাবে সে। যাবার আগে স্বামীকে বলে : 'তুমি কথা দিয়েছ, পুজোয় আসবে। এসো কিন্তু।' অপর্ণার অভাবে অপুর দিনগুলি যেন কাটতে চায় না। পুজোর আর ক'দিন বাকি, এমন সময় একদিন অপর্ণার ভাই মুরারী অপুর কাছে আসে দারুণ এক দুঃসংবাদ নিয়ে। অপর্ণার একটি সন্তান হয়েছে এবং প্রসবকালে অপর্ণার মৃত্যু হয়েছে। অপুর সব আকাঙ্খা, আনন্দ চোখের নিমেষে বিলীন হয়ে যায়। বিষাদে বৈরাগ্যে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রণবকে একটি চিঠি লিখে সামান্য সম্বল নিয়ে সে ছেলের খোঁজ না করেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।

পাঁচ বছর পর। প্রণব উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত গিয়েছিল, দেশে ফিরে এসে অপুর খোঁজ করে। তাকে না পেয়ে সে গঙ্গানন্দকাটি যায়। সেখানে মাতৃহীন পিতৃপরিত্যক্ত পাঁচ বছরের ছেলে কাজলকে সে দেখে। প্রণবের মামা শশীনারায়ণ জামাইয়ের উদ্দেশ্যে অনেক কটুকথা বলেন—'পাঁচ বছরের মধ্যে সে নিজের ছেলেকে চোখের দেখা দেখতে এলো না। কত বড় অমানুষ সে!'

নাগপুরের জঙ্গলে প্রণব অপুর সন্ধান পায় এবং তাকে ছেলের কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। অপু বলে, সে তার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য ছেলেকেই দায়ী করে। আজ কাজল আছে বলে অপর্ণা নেই। বন্ধুর অনুরোধে নিছক কর্তব্য পালনের খাতিরেই অপু গঙ্গানন্দকাটিতে যায়। তার ইচ্ছা সে কাজলকে তার পৈতৃক গ্রাম নিশ্চিন্দপুরে কারুর জিম্মায় রেখে, আবার নিরুদ্দেশে পাড়ি দেবে।

কিন্তু অসহায় নিষ্পাপ কাজলকে দেখা মাত্র তার মন বাৎসল্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আর কাজল? তার পক্ষে এই অপরিচিত, শ্মশ্রুসম্বলিত ব্যক্তিটিকে বাবা বলে মেনে নেওয়া কঠিন বই কি!

ভূমিকা লিপি

অপু	....	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
অপর্ণা	....	শর্মিলা ঠাকুর
কাজল	....	শ্রীমান আলোক চক্রবর্তী
পুলু	....	স্বপন মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায়

শেফালিকা (পুতুল), বেলারাণী, আশা, ধীরেশ মজুমদার, ধীরেন ঘোষ, শান্তি ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন ভৌমিক (অ্যাঃ) যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, গুপী বন্দ্যোপাধ্যায়।

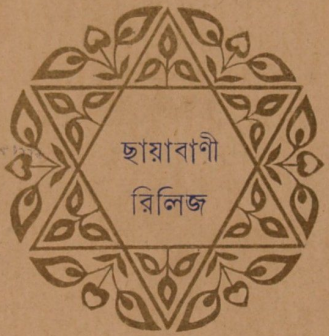
ছায়াবাণী
রিলিজ